Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সবরের সুফল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোসা: তাহমিনা আক্তার

রোলঃ 227020646

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সবরের সুফল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোসা: তাহমিনা আক্তার

রোলঃ 227020646

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সবরের সুফল " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোসা: তাহমিনা আক্তার, আইডিঃ 227020646 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সবরের সুফল " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

মোসা: তাহমিনা আক্তার

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

মোসা: তাহমিনা আক্তার

আইডিঃ 227020646

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা...1

সবরের পরিচয়...2

আসল ধৈর্য বা সবর কি...3

সবরের সংজ্ঞা...3

সবরের প্রকারভেদ...5

সবর বা ধৈর্য কি আল্লাহ প্রদত্ত...6

সবরের গুরুত্ব...7

সবরের পদ্ধতি ও সুফল...8

সবরের উপকারিতা...10

আলকুরআনের দৃষ্টিতে সবরের তাৎপর্য, গুরুত্ব ও ফযীলত...11

সবর নিয়ে কতিপয় হাদিস...20

রাসূল সাঃ থেকে সবরের শিক্ষা।...24

তালিবে ইলম জীবনে ধৈর্যধারণ করা...26

পারিবারিক জীবনে সবরের গুরুত্ব।...27

সবরের উদাহরণ...29

ওয়াজিব সবরের উদাহরণ...31

মুস্তাহাব সবরের উদাহরণ...31

মাকরুহ সবরের উদাহরণ...31

হারাম সবরের উদাহরণ...31

মুবাহ সবরের উদাহরণ...32

প্রতিশোধ না সবর ইসলাম কি বলে...32

মানুষের আখিরাত মুখী হওয়ার উপায় সবর...35

সবরের পুরস্কার...36

সবর বা ধৈর্যশীলদের জন্য প্রশংসার বাড়ি...40

সবর বা ধৈর্য নিয়ে জ্ঞানীদের বাণী...41

ইতি কথা...44

তথ্য সূত্র:-...46

ভূমিকা

ছোট-বড় বিপদাপদে আমরা সবাই কম-বেশি আক্রান্ত হই। মাঝেমধ্যে বিপদ এত প্রকট হয়ে যায় যে মনে হয় সামনে আর কোনো রাস্তা নেই। চারদিকে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে ধৈর্য ধারণ করার বা সবর করার জন্য বলা হয়েছে। যার বিনিময় আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে জান্নাত দিবেন বলে ওয়াদা করেছেন।

সবর (আরবী:صبر) সবর বা ধৈর্য বলতে বুঝায়- আনন্দ, প্রতিকূলতা, দুঃখ এবং উদ্বেগ ইত্যাদির সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং মন্দ কাজগুলি এড়ানো।

আল্লাহ তা'আলা সবরকে এমন এক যন্ত্র দিয়েছেন যা কখনো ব্যর্থ হয় না, এমন তীর বানিয়েছেন যা লক্ষ ভ্রষ্ট হয় না, এমন বিজয়ী সৈনিক বানিয়েছেন যে কখনো পরাজিত হয় না, এমন সুরক্ষিত দূর্গ বানিয়েছেন যা কখনো ধ্বংস হয় না। এই সবর আর বিজয় দুই সহোদরের মতো। মানুষ তার দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয়ে সবরের মতো এমন কোনো অস্ত্রে সজ্জিত হয় না, যা তার নফস ও শয়তানকে নিশ্চিতভাবে হারিয়ে দেয়। সেই বান্দার কোনো শক্তিই নেই, যার গুণাবলির মধ্যে সবর তথা ধৈর্য নেই। সেই বান্দা বিজয়ও ছিনিয়ে আনতে পারে না যে সবরকারী বা ধৈর্যশীল নয়।

সবরের পরিচয়

সবর শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো-আটকে রাখা। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ.

"হে নবি! আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশে আহবান করে।"

অর্থাৎ হে নবি! আপনি তাদের সাথে নিজেকে আটকে রাখুন। তাদের থেকে আলাদা বা পৃথক হবেন না। বনি ইসরাইল বলেছিলো, যেমনটা পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

لَن نَّصْبِرَ عَلَ0ى طَعَامٍ وَاحِدٍ.ِ

"আমরা একই খাদ্যর উপর ধৈর্যধারণ করতে পারবো না।"

অর্থাৎ আমরা একই খাদ্যের উপর নিজেদেরকে আবদ্ধ রাখতে পারবো না। যেমন আরবরা বলে থাকে-
"অমুককে সবর করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে" তথা মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। সবর শব্দটি অধৈর্য বা ঘাবড়ে যাওয়ার বিপরীত ।

আসল ধৈর্য বা সবর কি

প্রকৃত ধৈর্য বলা হয় -যা কোন অভিঘাত, দুঃখ, দুর্দশার শুরু থেকেই গ্রহণ করা হয়। নবী করীম (সা.) বলেন-

إِنَّمَا الصَّبر عِندَ الصّدمة الأولى

অনুবাদ: নিশ্চয় ধৈর্য যা আঘাতের প্রারম্ভেই নেওয়া হয়।
- বুখারী, হাদীস নং ১৩০২; মুসলিম, হাদীস নং ৯২৬ [4]
উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصَّبْرِ ''সবরের মাধ্যমেই আমরা সর্বোত্তম জীবন লাভ করেছি''

সবরের সংজ্ঞা

الصبر শব্দটি صَبَرَ থেকে গৃহীত হয়েছে।
আভিধানিক অর্থে ,অধৈর্যতা-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা থেকে নফসকে বিরত রাখা, অভিযোগ পেশ করা, বিরক্তি প্রকাশ করা থেকে জবানকে বিরত রাখা এবং মুছীবতে পড়ে গালে চপেটাঘাত করা এবং জামা ছিড়ে ফেলা থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহকে বিরত রাখাকে الصبر বলা হয়।
কারো কারো মতে, এটি হলো মানুষের ভেতরগত একটি উত্তম স্বভাব, যার মাধ্যমে সে অসুন্দর ও অনুত্তম কাজ থেকে বিরত থাকে। এটি মানুষের এক আত্মিক শক্তি যা দিয়ে সে নিজেকে সুস্থ্য ও সুরক্ষিত রাখতে পারে। জুনায়েদ বাগদাদী রহ. কে সবর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'হাসি মুখে তিক্ততার ঢোক গেলা।'
আল্লামা রাগেব আস্ফাহানী রাহ. তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আলমুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন'-এ صبر -এর অর্থ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন,

والصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عما يقتضيان حبسها عنه.

বিবেক-বুদ্ধি ও শরীয়ত যা করতে দাবি জানায়, নিজেকে তাতে নিয়োজিত করা আর যা থেকে দূরে থাকার দাবি জানায়, তা থেকে নিজেকে দূরে রাখা। আলমুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন

জুন্নুন মিসরী রহ. বলেন, 'আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ থেকে দূরে থাকা, বিপদের সময় শান্ত থাকা এবং জীবনের কুরুক্ষেত্রে দারিদ্রের কষাঘাত সত্ত্বেও অমুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করা।'

কারও মতে, 'সবর হলো সুন্দরভাবে বিপদ মোকাবিলা করা।' আবার কারও মতে, 'বিপদকালে অভিযোগ-অনুযোগ না করে অমুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করাই সবর।' এক বুযুর্গ এক ব্যক্তিকে অন্যের কাছে তার সমস্যা নিয়ে অনুযোগ করতে শুনলেন। তিনি বললেন, 'তুমি ভাই, স্রেফ যে দয়া করে না তার কাছে দয়াকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছো। এর বেশি কিছু করোনি।' এ সম্পর্কে আরও বলা হয়, 'তুমি যখন মানুষের কাছে অভিযোগ করো, তখন মূলত সদয়ের বিরুদ্ধে নির্দয়ের কাছেই অভিযোগ করো।'

অভিযোগ করাটা দুই ধরনের। একটি হলো, আল্লাহ তা'আলার কাছে অনুযোগ করা। এটি সবর পরিপন্থী নয়। যেমন ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বলেন, 'সে বলল, 'আমি আল্লাহর কাছেই আমার দুঃখ বেদনার অভিযোগ জানাচ্ছি। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তোমরা তা জান না।' [সূরা ইউসূফ, আয়াত: ৮৬] অপরটি হলো, নিজের মুখের বা শরীরের ভাষায় মানুষের কাছে অভিযোগ করা। এটি সবরের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। এটি সবর পরিপন্থী।

সবরের প্রকারভেদ

সবর বা ধৈর্যের গুরুত্বের কথা ইসলাম ধর্মে বারবার বলা হয়েছে। সবরকে একেক জন একেক ভাগে ভাগ করেছেন ।সেগুলি নিচে তুলে ধরা হলো :
তাফসিরে বায়জাবি অনুসারে ধৈর্য তিন প্রকার:

- ১.'সবর আনিল মাসিয়াত', অর্থাৎ অন্যায়-অপরাধ থেকে বিরত থাকা।
- ২. 'সবর আলাত তআত', অর্থাৎ ইবাদতে আল্লাহর আনুগত্য ও সৎ কর্মে কষ্ট স্বীকার করা।
- ৩. 'সবর আলাল মুসিবাত', অর্থাৎ বিপদে অধীর না হওয়া।

হাদিসে এসেছে-হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সবর তিন প্রকার-

- ১. বিপদাপদের সময় সবর করা।
- ২. পাপাচার পরিহার করার সময় সবর করা।
- ৩. আল্লাহ তাআলা ও তাঁর প্রিয় রাসুলের হুকুম পালনার্থে সবর করা।

হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, সবর দু'প্রকার

- ১. বিপদের সময় সবর অবলম্বন করা।
- ২. পাপাচার পরিহার করার সময় সবর করা, আর এ সবর উত্তম।

ধৈর্যধারণ অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ আমল। এটি উন্নত চরিত্রের নিদর্শন। ধৈর্য ঈমানের অর্ধেক। ঈমানের দুটি ভাগ, একভাগ ধৈর্য, আরেকভাগ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।
ধৈর্যধারণের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের কারণে কোরআনুল কারিমে নব্বইয়ের অধিক স্থানে এর আলোচনা এসেছে। কখনও আল্লাহতায়ালা একে নামাজের সঙ্গে যুক্ত করে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন, 'তোমরা নামাজ ও ধৈর্যের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।' (সুরা বাকারা : ৪৫)। কখনও ধৈর্যশীলের প্রতি ভালোবাসা ব্যক্ত করছেন। এরশাদ হচ্ছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।' (সুরা আলে ইমরান : ১৪৬)। কখনও বিশেষ সঙ্গদানের সুসংবাদের মাধ্যমে ধৈর্যশীলদের ধন্য করছেন। কোরআনে এসেছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।' আবার কখনো ধৈর্যশীলদের জন্য অবারিত প্রতিদান ঘোষণা করেছেন। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের অবারিত প্রতিদান দেওয়া হবে।'

সবর বা ধৈর্য কি আল্লাহ প্রদত্ত

অনেক মানুষ আছে যারা দুঃখ-কষ্ট, মুসিবতে পতিত হওয়ার পর তাদেরকে যদি ধৈর্যধারণের নসিহত করা হয়, তখন তারা বলে-আল্লাহ তো আমাকে কষ্টের সময় ধৈর্যধারণ করার ক্ষমতা প্রদান করেননি, তাহলে আমি
কিভাবে ধৈর্যধারণ করব? তারা মনে করে যে, ধৈর্য কেবল আল্লাহও প্রদয়। মানুষ তা অর্জন করতে পারে না। কিন্তু ঐসব বন্ধুদের কথাটা সঠিক মনেন্দ না; যদি তাদের কথা সঠিক হতো তাহলে হাদিস ও নসের বক্তব্য বিপরীতমুখী হতো। কারণ অনেক শরয়ী দলিলের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, ধৈর্য মানুষের সৃষ্টিগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ চেষ্টা করলে তা অর্জন করতে সক্ষম।

আবু সাঈদ খুদরি থেকে বর্ণিত, মুহাম্মাদ বলেন, যে ব্যক্তি বালা- মুসিবতের সময় ধৈর্যধারণ করতে ইচ্ছে করে; আল্লাহ তাকে ধৈর্যধারণ করার ক্ষমতা প্রদান করেন।

তবে একথা বাস্তব যে, ধৈর্যধারণকারীদের বিভিন্ন স্তর আছে, সবাই একই রকম ধৈর্যধারণ করতে পারে না। আসল কথা হলো-ধৈর্য হচ্ছে হৃদয়ের একটি অবস্থা, যা অর্জন করে নিতে হবে। শুধু বললেই হয় না বরং অন্তরের সাথে অনেক মুজাহাদা করতে হয়। চেষ্টা করে এ ধৈর্যধারণ হাসিল করতে হয়। সাথে-সাথে যেসব কাজ ধৈর্যধারণ করতে সাহায্য করে সেগুলোকেও অবলম্বন করা। তাহলেই ধৈর্যধারণ করা সহজ হবে।

সবরের গুরুত্ব

ধৈর্যের গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআন মাজীদে বলেছেন, ‘মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা
নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়। (সুরা আসর, আয়াত: ১-৩)।
আল্লাহতায়ালা ধৈর্যশীলদের এমন তিনটি বিষয়ের সঙ্গে বিশিষ্ট করেছেন, যা অন্য কারও ক্ষেত্রে করেননি। তিনি তাদের জন্য অনুগ্রহ, রহমত ও হেদায়েতের সুসংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও; যারা বিপদ এলে বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাব। তাদেরই জন্য রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে রাশি রাশি অনুগ্রহ ও দয়া। তারাই হবে সুপথপ্রাপ্ত।’ (সুরা বাকারা : ১৫৫-১৫৭)। ধৈর্যের সবটুকুই কল্যাণকর। আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করতে, তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হতো।’ (সুরা নাহল : ১২৬)। বিপদ একসময় চলে যায়, থেকে যায় ধৈর্যের প্রতিদান, আল্লাহর ভালোবাসা, তাঁর বিশেষ সঙ্গ। কখনও বিপদ স্থায়ী হয়, ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ হয়; কিন্তু ধৈর্যের কারণে সে এমন জান্নাতের অধিকারী হয়, যার পরিধি আসমান-জমিনের চেয়েও বেশি। এমনকি নিরাপদ ব্যক্তিরা কেয়ামতে আফসোস করবে, কেন তাদের বিপদ দেওয়া হলো না, তাহলে তারা ধৈর্যধারণ করে আরো বেশি প্রতিদান লাভ করতে পারত। রাসুল (সা.) বলেন, ‘যখন কেয়ামতের দিন ধৈর্যধারণকারী বিপদগ্রস্তদের প্রতিদান দেওয়া হবে, তখন নিরাপদ ব্যক্তিরা কামনা করবে, হায় তাদের চামড়াও যদি পৃথিবীতে কেঁচি দিয়ে কাটা হতো! (তারাও এ উত্তম প্রতিদান লাভ করতে পারত)।’ (তিরমিজি)। আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘কেউ জানে না, আমলের প্রতিদানস্বরূপ তাদের জন্য নয়নজুড়ানো কী প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে!’ (সুরা সাজদা : ১৭)।
সূত্র :মক্কার মসজিদে হারামে প্রদত্ত জুমার খুতবার সংক্ষেপিত অনুবাদ করেছেন- মুইনুল ইসলাম

সবরের পদ্ধতি ও সুফল

ছোট-বড় বিপদাপদে আমরা সবাই কম-বেশি আক্রান্ত হই। মাঝেমধ্যে বিপদ এত প্রকট হয়ে যায় যে মনে হয় সামনে আর কোনো রাস্তা নেই। চারদিকে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। সত্যিই এমন পরিস্থিতিতে যে আক্রান্ত হয়েছে সে-ই বোঝে এর ভয়াবহতা কত।

কিন্তু এমন নিকষ কালো বিপদে নিমজ্জিত ব্যক্তির জন্য আছে একপশলা আশার আলো, যা দিয়ে ও গ্লানিমুক্ত হয়ে পবিত্র হতে পারে। হৃদয়ের কোণে জমে থাকা মরীচিকা ও ধুলাবালি দূর করে নিতে পারে।

চিন্তামুক্ত জীবন জান্নাতে : আল্লাহ তাআলা দুনিয়াকে দারুল ইবতেলা বা পরীক্ষাগার বানিয়েছেন। এখানে কষ্ট, ক্লান্তি দুশ্চিন্তা সব মিলিয়ে বসবাস করতে হবে।

আর পরকালের জীবন সেখানে কোনো দুশ্চিন্তা নেই। দুনিয়াতে যে আমল করেছে তার প্রতিদান ভোগ করবে সেই স্থায়ী নিবাসে। আল্লাহ তাআলা বলেন, এবং তারা বলবে, 'প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করেছেন; নিশ্চয়ই আমাদের রব পরম ক্ষমাশীল, অসীম গুণগ্রাহী। যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদের স্থায়ী আবাসে প্রবেশ করিয়েছেন সেখানে কোনো ক্লেশ আমাদের স্পর্শ করে না এবং কোনো ক্লান্তিও স্পর্শ করে না।

' (সুরা ফাতির, আয়াত : ৩৪-৩৫)

সবরের প্রকৃত রূপ : আমার কোনো আত্মীয়-স্বজন, নিকটাত্মীয় ইন্তেকাল করেছেন; এ ক্ষেত্রে আমি একদম নিশ্চুপ বসে থাকার নাম সবর বা ধৈর্য নয়; বরং সবর হচ্ছে নিজের মনের কামনা ও খায়েশ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করা।

মানুষের মাঝে দুটি শক্তি রয়েছে, একটি শক্তি তাঁর দ্বিনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, আর অন্য শক্তি কুমন্ত্রণা; যা দ্বিনের ওপর বিজয়ী হওয়ার চেষ্টা করে। সুতরাং দ্বিনকে তার ওপর বিজয়ী করার নামই হচ্ছে সবর। নিজের আত্মাকে এমন জিনিসের ওপর আবদ্ধ রাখা যা সে অপছন্দ করে। (মাসায়েব আওর উনকি ইলাজ : ১১৭)

সবর ঈমানের অর্ধেক : বিপদাপদ ও দুশ্চিন্তায় প্রকৃত মুমিন সবর করবে।

মুমিন এ কথা বিশ্বাস করবে, আল্লাহ তাআলা আমাকে বিভিন্ন জিনিসের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে বানিয়েছে। তিনি আমাদের কাছে এগুলো আমানত রেখেছেন। যদি তিনি তাঁর জিনিস নিয়ে যান, এতে আমার আপত্তির কী আছে! উপরন্তু আমি এর ওপর ধৈর্য ধারণ করি তাহলে আমাকে এর বিনিময় দান করবেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ধৈর্য ঈমানের অর্ধেক।' (শুআবুল ঈমান, হাদিস : ৩১৮০)

আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখছেন : বিপদাপদে আক্রান্ত ব্যক্তি মনে মনে এ কথা ভাবা এবং বিশ্বাস করা, আমার প্রভু আমার সৃষ্টিকর্তা প্রতিমুহূর্তে আমাকে দেখছেন। আমি ন্যায়ের পথে থাকলে তিনি আমার জন্য ভালোটাই করবেন। এভাবে যখন কোনো ব্যক্তি ভাববে তার কষ্ট কিছু হলেও কমতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর আপনি ধৈর্যধারণ করুন আপনার রবের সিদ্ধান্তের ওপর, নিশ্চয়ই আপনি আমাদের চক্ষুর সামনেই আছেন। আপনি আপনার রবের প্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন, যখন আপনি দণ্ডায়মান হন।' (সুরা তুর, আয়াত : ৫২)

সবরের উপকারিতা

মহান আল্লাহ ঈমানদারদের সর্বাবস্থায় ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘হে ঈমানদাররা, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা করো এবং সর্বদা আল্লাহর পথে প্রস্তুত থাকো, আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।’ (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ২০০)

পবিত্র কোরআন ও হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী ধৈর্যের তিনটি শাখা রয়েছে— এক. নফসকে হারাম এবং নাজায়েজ বিষয়াদি থেকে বিরত রাখা। দুই. ইবাদত ও আনুগত্যে বাধ্য করা এবং তিন. যেকোনো বিপদ ও সংকটে ধৈর্যধারণ করা। অর্থাৎ যেসব বিপদাপদ এসে উপস্থিত হয় সেগুলোকে আল্লাহর সিদ্ধান্ত বলে মেনে নেওয়া এবং এর বিনিময়ে আল্লাহর তরফ থেকে প্রতিদানপ্রাপ্তির আশা করা। অবশ্য কষ্টে পড়ে যদি মুখ থেকে কোনো কাতর শব্দ উচ্চারিত হয়ে যায় কিংবা অন্যের কাছে তা প্রকাশ করা হয়, তবে তা সবরের (ধৈর্যের) পরিপন্থী নয়। (ইবনে কাসির) ধৈর্যশীলতা অর্জনের উপায় : ধৈর্যশীলতা একটি কল্যাণকর গুণ। এটি অর্জন করতে প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন।

অর্থাৎ যেসব বিপদাপদ এসে উপস্থিত হয় সেগুলোকে আল্লাহর সিদ্ধান্ত বলে মেনে নেওয়া এবং এর বিনিময়ে আল্লাহর তরফ থেকে প্রতিদানপ্রাপ্তির আশা করা। অবশ্য কষ্টে পড়ে যদি মুখ থেকে কোনো কাতর শব্দ উচ্চারিত হয়ে যায় কিংবা অন্যের কাছে তা প্রকাশ করা হয়, তবে তা সবরের (ধৈর্যের) পরিপন্থী নয়। (ইবনে কাসির) ধৈর্যশীলতা অর্জনের উপায় : ধৈর্যশীলতা একটি কল্যাণকর গুণ। এটি অর্জন করতে প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন।

আলকুরআনের দৃষ্টিতে সবরের তাৎপর্য, গুরুত্ব ও ফযীলত

আল্লাহ তাআলা কোরআনে নবী-রাসুলদের বিপদগ্রস্ত হওয়ার এবং তা থেকে রক্ষা পাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যেন পরবর্তী সময় মুমিনরা বিপদে আল্লাহর ওপর আস্থা রাখে। তাঁর সাহায্যের জন্য দোয়া প্রার্থনা করে এবং বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে। আল্লাহ যেমনটি অঙ্গীকার করেছেন। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘আল্লাহ অচিরেই কাঠিন্যের পর সহজতা দান করবেন।’ (সুরা : আত-তালাক, আয়াত : ৭)

আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টির লক্ষ্য তিনি কুরআন মাজীদে নানা শব্দ-বাক্যে ব্যক্ত করেছেন। কুরআন মাজীদের এক জায়গায় বিষয়টি এই শব্দ-বাক্যে ব্যক্ত করেন,

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیٰوةَ لِیَبْلُوَكُمْ اَیُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْغَفُوْرُ.

তিনিই সেই সত্তা, যিনি জীবন-মৃত্যুকে এ পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন যে, তোমাদের মধ্যে কে অধিক উত্তম আমল করে। আর তিনিই পরাক্রমশালী ও অধিক ক্ষমাশীল। সূরা মুলক (৬৭) : ২

আল্লাহ তাআলা মানুষের এ পরীক্ষা নেওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী। মানুষ পৃথিবীতে এসে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নানা রকম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকে। মানুষের প্রবৃত্তি তার জন্য এক পরীক্ষার বস্তু। এই প্রবৃত্তি-পূজা থেকে বেরিয়ে নিজেকে সঠিক পথের দিশারী বানানো আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশাল এক পরীক্ষা। অনুরূপ মানুষ ও জিনদের মধ্যে যারা সদা অন্যায়ের পথে ডাকছেÑ তারা সঠিক পথের অনুসন্ধিৎসুদের জন্য বড় পরীক্ষা। তাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দেওয়া মুমিনের জন্য এক অগ্নিপরীক্ষা। তাছাড়া পার্থিব বিপদাপদ ও কষ্টক্লেশের মাধ্যমেও আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করে থাকেন। একজন মুমিনকে তার জীবনে এসব পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করতে চান কে সবচে উত্তম আমলকারী আর কে নয়। এ পৃথিবীতে শুধু সাধারণ মানুষ নয়, বরং আল্লাহ তাআলার সবচে প্রিয় বান্দাগণও এ পৃথিবীতে কঠিন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছেন। তবে তারা ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে আল্লাহ

তাআলার মনোনীত ও সবচে প্রিয় বান্দারূপে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। অনুরূপ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ ছাড়াও আল্লাহ তাআলার বিশেষ বান্দাগণও বিপদের মুখে পড়ে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। তাঁরা আল্লাহ তাআলার মনোনীত ও বিশেষ বান্দা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। উক্ত সফলতা ও সৌভাগ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ধৈর্যের রয়েছে অসাধারণ প্রভাব। এজন্য কুরআন মাজীদ মানুষকে সবর অবলম্বন করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছে। নানাভাবে মানুষকে ধৈর্যের চর্চা করার আহ্বান জানিয়েছে। এবং এর বহুবিধ উপকারিতা ও ফায়দার কথা তুলে ধরেছে।

কুরআন মাজীদে সবর শব্দটি বিভিন্নরূপে প্রায় নব্বই জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনটা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহ. থেকে বর্ণিত রয়েছে। তার মধ্যে বাষট্টি জায়গায় সবরের আদেশসূচক ব্যবহার এসেছে। [দ্র. উদ্দাতুস্ সাবিরীন, ইবনুল কায়্যিম রাহ., পৃ. ৭১, যদিও ইবনে আশুর রাহ. তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'আততাহরীর ওয়াততানবীর' কিতাবে বলেছেন, কুরআন মাজীদে সবর শব্দটি সত্তর বারেরও বেশি ব্যবহৃত হয়েছে।

যাহোক সবর শব্দটি যে কুরআন মাজীদে অনেক জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে, সেটা উপরের কথা থেকে স্পষ্ট। এ থেকে বোঝা যায় সবর মুমিনের জীবনে এক অনিবার্য বাস্তবতা। অবশ্য-অর্জনীয় এক বিষয়।

আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টির লক্ষ্য তিনি কুরআন মাজীদে নানা শব্দ-বাক্যে ব্যক্ত করেছেন। কুরআন মাজীদের এক জায়গায় বিষয়টি এই শব্দ-বাক্যে ব্যক্ত করেন,

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ.

তিনিই সেই সত্তা, যিনি জীবন-মৃত্যুকে এ পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন যে, তোমাদের মধ্যে কে অধিক উত্তম আমল করে। আর তিনিই পরাক্রমশালী ও অধিক ক্ষমাশীল। সূরা মুলক (৬৭) : ২

আল্লাহ তাআলা মানুষের এ পরীক্ষা নেওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী। মানুষ পৃথিবীতে এসে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নানা রকম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকে। মানুষের প্রবৃত্তি তার জন্য এক পরীক্ষার বস্তু। এই প্রবৃত্তি-পূজা থেকে বেরিয়ে নিজেকে সঠিক পথের দিশারী বানানো আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশাল এক পরীক্ষা। অনুরূপ মানুষ ও জিনদের মধ্যে যারা সদা অন্যায়ের পথে ডাকছে তারা সঠিক পথের অনুসন্ধিৎসুদের জন্য বড় পরীক্ষা। তাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দেওয়া মুমিনের জন্য এক অগ্নিপরীক্ষা। তাছাড়া পার্থিব বিপদাপদ ও কষ্টক্লেশের মাধ্যমেও আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করে থাকেন। একজন মুমিনকে তার জীবনে এসব পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করতে চান কে সবচে উত্তম আমলকারী আর কে নয়। এ পৃথিবীতে শুধু সাধারণ মানুষ নয়, বরং আল্লাহ তাআলার সবচে প্রিয় বান্দাগণও এ পৃথিবীতে কঠিন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছেন। তবে তারা ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে আল্লাহ তাআলার মনোনীত ও সবচে প্রিয় বান্দারূপে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। অনুরূপ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ ছাড়াও আল্লাহ তাআলার বিশেষ বান্দাগণও বিপদের মুখে পড়ে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। তাঁরা আল্লাহ তাআলার মনোনীত ও বিশেষ বান্দা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। উক্ত সফলতা ও সৌভাগ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ধৈর্যের রয়েছে অসাধারণ প্রভাব। এজন্য কুরআন মাজীদ মানুষকে সবর অবলম্বন করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছে। নানাভাবে মানুষকে ধৈর্যের চর্চা করার আহ্বান জানিয়েছে। এবং এর বহুবিধ উপকারিতা ও ফায়দার কথা তুলে ধরেছে।

কুরআন মাজীদে صبر শব্দটি বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মূল অর্থ হল, নিজেকে সংকট, অপছন্দনীয় অবস্থা ও পরিস্থিতিতে সুনিয়ন্ত্রিত রাখা, হক ও নীতির ওপর অটল অবিচল রাখা। যদিও সবজায়গায় আভিধানিক অর্থের প্রভাব রয়েছে। কিন্তু শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। আল্লামা রাগেব আস্ফাহানী রাহ. তার বিখ্যাত গ্রন্থ ‘আলমুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন’-এ صبر -এর অর্থ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন

والصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عما يقتضيان حبسها عنه.

বিবেক-বুদ্ধি ও শরীয়ত যা করতে দাবি জানায়, নিজেকে তাতে নিয়োজিত করা আর যা থেকে দূরে থাকার দাবি জানায়, তা থেকে নিজেকে দূরে রাখা। আলমুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন,

নিচে صبر শব্দটির শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে মৌলিক কিছু ব্যবহার তুলে ধরা হল।

এক. বিপদাপদে নিজেকে স্থির রাখা ও আল্লাহ তাআলার ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন।

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ،الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْۤا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْن.َ

আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো (কখনো) কিছুটা ভয়-ভীতি দ্বারা, (কখনো) ক্ষুধা দ্বারা এবং (কখনো) জান-মাল ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। সুসংবাদ শোনাও তাদেরকে, যারা (এরূপ অবস্থায়) সবরের পরিচয় দেয়। যারা তাদের কোনো মুসিবত দেখা দিলে বলে ওঠে, আমরা সকলে আল্লাহরই এবং আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। সূরা বাকারা (২) : ১৫৫-১৫৬

দুই. প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে গিয়ে গোনাহ ও অন্যায় থেকে নিজেকে দূরে রাখা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর ইবাদাত-বন্দেগী ও দ্বীনের যাবতীয় বিধি-বিধান পালনে সদা তৎপর থাকা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْن.َ

হে মু‌ুমিনগণ! সবর অবলম্বন কর, মোকাবেলার সময় অবিচলতা প্রদর্শন কর এবং সীমান্ত রক্ষায় স্থিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় করে চল, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। সূরা আলে ইমরান (৩) : ২০০

এখানে সবর শব্দটি অনেক ব্যাপক। এর অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। যথা আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে অবিচলতা প্রদর্শন করা, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য মনের ইচ্ছা ও চাহিদাকে দমন করা এবং কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করা। এখানে এই তিন প্রকার সবরই উদ্দেশ্য হতে পারে। (তাওযীহুল কুরআন,)

তিন. জিহাদের ময়দানে শত্রুর মোকাবেলায় দৃঢ়পদ থাকা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ لَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَ جُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَي الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.َ

তারা যখন জালূত ও তার সৈন্যদের মুখোমুখি হল তখন তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে সবর দান কর এবং আমাদেরকে অবিচল-পদ রাখ। এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান কর। সূরা বাকারা (২) : ২৫০

চার. যালেম ও অত্যাচারীদের যুলুম নির্যাতন সহ্য করা।

وَ لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰي مَا كُذِّبُوْا وَ اُوْذُوْا حَتّٰۤي اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا وَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللهِ وَ لَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِي الْمُرْسَلِيْنَ.َ

বস্তুত তোমাদের পূর্বে বহু রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে যে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে এবং কষ্ট দেওয়া হয়েছে তাতে তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল; যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছেছে। এমন কেউ নেই, যে আল্লাহর কথা পরিবর্তন করতে পারে। (পূর্ববর্তী) রাসূলগণের কিছু ঘটনা তোমার কাছে তো পৌঁছেছেই। সূরা আনআম (৭) : ৩৪

এখানে শারীরিক ও মানসিক দুই ধরনের কষ্টই উদ্দেশ্য হতে পারে।

আলকুরআনে ধৈর্যের আদেশের তাৎপর্য

এ পৃথিবী যেহেতু পরীক্ষাক্ষেত্র। তাই নানাভাবে মানুষের জীবনে বিভিন্নমুখী পরীক্ষা আসবে। নানারকম বিপদাপদ আসবে। তাকে এ পরীক্ষায় ও বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। সেই কঠিন বিপদাপদে তাকে উত্তীর্ণ হতে হবে। তাই আল্লাহ তাআলা মানুষকে কুরআন মাজীদের নানা জায়গায় ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে বলেন,

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ لَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلٰغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْن.َ

(সুতরাং হে রাসূল!) তুমি সবর অবলম্বন কর, যেমন সবর অবলম্বন করেছিল দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ এবং তুমি তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) বিষয়ে তাড়াহুড়া করো না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হচ্ছে, যেদিন তারা তা দেখবে, সেদিন (তাদের মনে হবে) তারা যেন (দুনিয়ায়) দিনের এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি। এটাই সেই বার্তা, যা পৌঁছিয়ে দেওয়া হল। অতঃপর ধ্বংস তো হবে কেবল এমন সব লোক, যারা অবাধ্য। সূরা আহকাফ (৪৬) : ৩৫

তিনি মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْن.َ

হে মুমিনগণ! সবর অবলম্বন কর, মোকাবেলার সময় অবিচলতা প্রদর্শন কর এবং সীমান্ত রক্ষায় স্থিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় করে চল, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। সূরা আলে ইমরান (৩) : ২০০

ধৈর্য ধারণকারীদের প্রতি আল্লাহর সাহায্যের ঘোষণা

বিপদাপদে ধৈর্য ধারণকারীদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য করার ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি ইরশাদ করেন,

يَآَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ اِنَّ اللهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.َ

হে মুমিনগণ! সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে আছেন। সূরা বাকারা (২) : ১৫৩

যারা ধৈর্য ধারণ করে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। জটিল থেকে জটিল অবস্থায় সহজ পথ দেখান। এবং জীবনের নানা ধাপে তাদেরকে সফলতা দান করেন। তিনি ইরশাদ করেনÑ

الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْٓا اِنَّا لِلهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ، اُولٰٓىِٕكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ.َ

যারা তাদের কোনো মুসিবত দেখা দিলে বলে ওঠে, আমরা সকলে আল্লাহরই জন্য এবং আমাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিশেষ করুণা ও দয়া রয়েছে এবং এরাই আছে হেদায়েতের ওপর। সূরা বাকারা (২) : ১৫৬-১৫৭

আল্লাহ তা'আলা বলেন,
مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদ আসে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সুপথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত"। (সূরা তাগাবুন: ১১)

আল্লাহ তা'আলার দিকে দাওয়াত দিতে গিয়ে বান্দা যেসব কষ্টের সম্মুখীন হয়, তাতে সে সবরের প্রতি মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ

''হে নবী! প্রজ্ঞা এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তোমার রবের পথে মানুষকে দাওয়াত দাও এবং লোকদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পদ্ধতিতে। তোমার রবই অধিক জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং কারা সঠিক পথে রয়েছে, এ বিষয়ে তিনিই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন। তোমরা যদি প্রতিশোধ গ্রহণ করো, তাহলে ঠিক ততটুকু গ্রহণ করবে যতটুকু অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। আর তোমরা যদি ধৈর্যধারণ করো, তাহলে অবশ্যই ধৈর্যশীলদের জন্য সেটিই উত্তম। তুমি ধৈর্যধারণ করো। তোমার ধৈর্যধারণ তো হবে আল্লাহর সাহায্যেই''। (সূরা আন নাহাল: ১২৫-১২৭)

সৎ কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করতে গিয়ে মানুষের তরফ থেকে যেসব যুলুম-নির্যাতন আসে তাতেও সবর করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা লুকমান আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন যে, তিনি তার ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন,

بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

''হে বৎস! যথারীতি সালাত কায়েম করো। সৎকাজের নির্দেষ দাও, অসৎকাজে বাধা দান করো এবং আপদে-বিপদে ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয় এটি দৃঢ় সংকল্পের কাজ''। (সূরা লুকমান: ১৭)

যে বালা- মুছীবতে পড়ে যে ধৈর্য ধারণ করতে পারে, তার জন্য তা দীনি নেয়ামতে পরিণত হয়। বালা-মুছীবত তার গুনাহর কাফফারা হওয়ার সাথে সাথে সেটা রহমত স্বরূপ হয় এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সে প্রশংসার পাত্র হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

আল্লাহ তা'আলা আরো ও বলেন,

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন”। (সূরা বাকারা: ১৫৩)

তিনি আরো বলেন,

قَالَ مُوْسٰي لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللهِ وَ اصْبِرُوْا اِنَّ الْاَرْضَ لِلهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْن..

মূসা নিজ সম্প্রদায়কে বলল, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও ও ধৈর্য ধারণ কর। বিশ্বাস রাখ, যমীন আল্লাহর; তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। আর শেষ পরিণাম মুত্তাকীদেরই অনুকূলে থাকে। সূরা আ‘রাফ (৭) : ১২৮
সূত্র : আনোয়ারুল কুরআন।

সবর নিয়ে কতিপয় হাদিস

সবর নিয়ে নবী করিম (সা:) এর কতিপয় হাদিস তুলে ধরা হলো।
আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) রাসুল (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, 'যে ব্যক্তি নিজের বিপদাপদ সবার কাছে বলে বেড়ায় সে ধৈর্য ধারণকারী নয়।' (দুররে মানসুর : ৮/৩১১)

বুখারী ও মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,
لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

''যে ব্যক্তি মুছীবতে পড়ে স্বীয় গালে চপেটাঘাত করে, বুকের জামা ছিড়ে এবং জাহেলী যুগের ন্যায় চিৎকার করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়''।

আল্লাহ তা'আলা এক মহান উদ্দেশ্যে তার বান্দাদেরকে বিভিন্ন আপদ-বিপদ ও মুছীবত দ্বারা আক্রান্ত করে থাকেন।

সবর এর মাধ্যমে মানুষের গুনাহ-খাতা মাফ হয়। আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِى الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَفَّى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

''আল্লাহ তা'আলা যখন তার কোনো বান্দার মঙ্গল করতে চান, তখন দুনিয়াতেই তার অপরাধের শাস্তি দিয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে তিনি যখন তার কোনো বান্দার অমঙ্গল করতে চান, তখন দুনিয়াতে তার পাপের শাস্তি দেয়া হতে বিরত থাকেন, যেন কিয়ামতের দিন তাকে পূর্ণরূপে শাস্তি দেন''।
ইমাম তিরমিযী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং হাকেম হাসান বলেছেন।

তাই তো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবর বা ধৈর্যকে আলো সাব্যস্ত করে ইরশাদ করেন,

الصَّبْرُ ضِيَاءٌ.

সবর ও ধৈর্য হল আলো। মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২৯০২

আবু সাঈদ খুদরি (রা.) ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, মুসলিম ব্যক্তির ওপর যে কষ্ট-ক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানি আসে, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে ফুটে, এ সবের মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন। (বুখারি, হাদিস : ৫৬৪১

হাদিসে জিবরিলে এসেছে ,
ঈমান হচ্ছে, তোমার বিশ্বাস স্থাপন করা আল্লাহর উপর, তার ফেরেশতাদের উপর, তার কিতাবসমূহের উপর, তার রাসূলদের উপর, কিয়ামত দিবসের উপর এবং বিশ্বাস স্থাপন করা ভাল-মন্দ তাকদীরের উপর। {মুসলিম}

মুমিনের বিষয়টি আশ্চর্য জনক, তার প্রত্যেকটি বিষয় কল্যাণকর, এটা মুমিন ব্যতীত অন্য কারো ভাগ্যে নেই, যদি তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, আল্লাহর শোকর আদায় করে, এটা তার জন্য কল্যাণকর, আর যদি তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, ধৈর্য ধারণ করে, এটাও তার জন্য কল্যাণকর।'
মুসলিম : (৫৩২২)

উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যখন কোনো মুমিন বিপদগ্রস্ত হয় আল্লাহ তার বিনিময়ে তার পাপ মোচন করেন, যদি না সে অভিযোগ-অনুযোগ করে বেড়ায়।' (সহিহ বোখারি, হাদিস : ৫৬৪০)

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ বলেনঃ "যখন আমি আমার বান্দাকে দুটো প্রিয় বস্তুর ব্যাপারে পরীক্ষা করি, অতঃপর সে তাতে ধৈর্য ধারন করে, তখন আমি

সে দুটো বস্তুর পরিবর্তে তাকে জান্নাত দান করি।" দুটো প্রিয় বস্তু দ্বারা তিনি দুটো চোখ-কে বুঝিয়েছেন।

বর্ণনায়: বুখারী

১- বর্ণিত হাদীসটি হাদীসে কুদসী। এতে আল্লাহ তাআলারই কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

২- কোন ঈমানদার মানুষের দৃষ্টিশক্তি চলে গেলে তা আল্লাহর রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে বিশেষ পরীক্ষা বলে ধরে নেয়া হবে।

৩- হাদীসে দুটো চোখ-কে হাবীব বা প্রিয়তম বলা হয়েছে। এতে চোখ ও তার রক্ষণাবেক্ষনের গুরুত্ব
প্রকাশ পেয়েছে।

৪- কোন ঈমানদার দৃষ্টি শক্তি চলে যাওয়ার পরীক্ষার সম্মুখীন হলে তাকে ধৈর্য ধারন করতে হবে। তাকে মনে করতে হবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে এ পরীক্ষার প্রতিদান ও ফলাফল আমি লাভ করব। আমি তার সিদ্ধান্তেই রাজী ও সন্তুষ্ট থাকলাম। দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়ায় আল্লাহ তাআলার প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই। তিনি কেন আমার থেকে এ নেআমাত নিয়ে গেলেন? অন্য কোন মানুষকে তিনি কেন দেখলেন না? এ ধরণের কথা-বার্তা বলা যাবে না। এমনিভাবে হা-হুতাশ, আহাজারী, আক্ষেপ করা ঠিক নয়। বলতে হবে, আল্লাহ যা নিয়ে গেছেন তা তাঁরই দান ছিল। তিনি যা আমাকে দিয়েছেন তা তাঁরই। তিনি নিজ অনুগ্রহে আমাকে এর প্রতিদান ও বিনিময় দেবেন।

৫- যে সকল ঈমানদার ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি চলে গেছে এ হাদীসটি তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সুসংবাদ।

৬- এ হাদীসটি ধৈর্য ধারনের পুরস্কার সম্পর্কে আলোচিত। কেহ আল্লাহ তাআলার জন্য, তাঁরই কাছে প্রতিদান পাওয়ার আশায় ধৈর্য ধারন করলে তার জন্য রয়েছে আল্লাহর কাছে বিরাট পুরস্কার। আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেন:

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. الزمر20 :

"ধৈর্যশীলদেরই তো বিনা হিসাবে পুরস্কার দেয়া হবে।" সূরা যুমার: ১০

রাসূল সাঃ থেকে সবরের শিক্ষা।

রাসুলুল্লাহ (সা.) ছিলেন ধৈর্যের আধার। তার জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে রয়েছে ধৈর্যের অসাধারণ শিক্ষা। মানসিক যন্ত্রণা, অর্থনৈতিক দৈন্য, পারিবারিক নানা সংকট, সামাজিক নিগ্রহ, কাফেরদের অত্যাচার ও নির্যাতনসহ হাজারো কষ্টের পাহাড় ডিঙিয়ে তাকে অগ্রসর হতে হয়েছে। শৈশব থেকেই তিনি একের পর এক পিতা, মাতা ও দাদার মৃত্যুর মতো মারাত্মক সব আঘাত সহ্য করে করে বড় হয়েছেন। এর পর আসে অর্থনৈতিক অনিরাপত্তা। যৌবনের কঠিন জীবনসংগ্রাম পাড়ি দিয়ে ৪০ বছরে শুরু হয় তার ধৈর্য ও সহনশীলতার মূল অধ্যায়। ইসলামের প্রকাশ্য ঘোষণার দিন থেকে ১৩ বছরের মক্কি জীবনের প্রতিটি দিন ছিল একেকটি স্বতন্ত্র সংগ্রাম। নামাজরত অবস্থায় মাথায় উটের পচা ভুঁড়ি চাপিয়ে দেওয়া, বাড়ির গেটে ময়লা-আবর্জনা ফেলে রাখা, ওপর থেকে মাথার ওপর ময়লা ফেলে দেওয়া, তায়েফের বাজারে রক্তে রঞ্জিত হওয়া, কাফেরদের অসংখ্য অপমানজনক কথাবার্তাসহ এমন কোনো কষ্ট ছিল না, যা তাকে সহ্য করতে হয়নি।

তায়েফের হতভাগ্য কিশোর ও যুবকেরা যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করছিল তখন যায়েদ ইবনু হারেছা (রাঃ) তাঁকে রক্ষার জন্য ঢালের মত কাজ করছিলেন। ফলে তিনিও তাঁর মাথার কয়েকটি স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হন। এভাবে অমানবিক যুলুম-নির্যাতনের মধ্য দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পথ চলতে থাকেন। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত ও রক্তাক্ত অবস্থায় পথ চলতে গিয়ে নবী করীম (ছাঃ) খুবই ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত একটি আঙ্গুর বাগানে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন। তিনি বাগানে প্রবেশ করলে শত্রুরা ফিরে যায়।
এতো কিছুর পরও মহানবী (ছাঃ) সবর পরিত্যাগ করে বিচলিত হননি। তাদের বদদোয়া দেননি।মহানবী (সা:) তায়েফবাসীর ধবংস কামনা না করে বরং ধৈর্য ধরে তাদের হেদায়াতের অপেক্ষা করছিলেন।

আবু তালহা (রাঃ)-এর এক ছেলে অসুস্থ হলো। আবু তালহা তখন বাইরে কোথাও গেলেন। সেই সময় ছেলেটি মারা যায়। আবু তালহা ফিরে এসে ছেলের অবস্থা জানতে চাইলেন। ছেলে ও মা উম্মু সুলাইম (রাঃ) বললেন, সে আগের চেয়ে ভাল

আছে। তারপর আবু তালহাকে তিনি রাতের খাবার দিলেন। আবু তালহা খাবার খেলেন, তারপর স্ত্রী সহবাস করলেন। শেষে উম্মু সুলাইম বললেন, ছেলেকে দাফন করুন। সকালবেলা রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ)-এর কাছে এসে আবু তালহা (রাঃ) তাঁকে এই সংবাদ দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) প্রশ্ন করলেন, আজ রাতে তুমি কি স্ত্রী সহবাস করেছ? আবু তালহা বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্! তাদের উভয়কে তুমি বরকত দাও। এরপর উম্মু সুলাইমের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে।উম্মু সুলাইম ধৈর্য ধরার ফলে মহান আল্লাহ তাদের ঔরসে পূনর্বার পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়ে তাদের দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে দেন।

আতা ইবনে আবু রাবাহা বলেন, আমাকে একদা ইবনে আববাস বললেন, (আতা) আমি কি তোমাকে একটি জান্নাতী মেয়ে লোক দেখাব না? আমি বললাম, হ্যাঁ ! দেখান। তিনি বললেন, এই কালো মেয়ে লোকটি জান্নাতী। সে একদা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই এবং উলঙ্গ হয়ে পড়ি। আল্লাহর নিকট আমার জন্য দু'আ করুন। মহানবী (ছাঃ) বললেন, যদি ইচ্ছা কর তাহলে সবর বা ধৈর্য ধরতে পার। আর ধৈর্য ধরলে তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে। আর যদি ইচ্ছা কর সুস্থ হওয়ার তাহলে আমি তোমার জন্য দু'আ করব, যেন আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করেন। মহিলাটি বলল, আমি ছবর করব। অতঃপর বলল, তবে আমি যে অসুস্থতার সময় নগ্ন হয়ে যায়। দু'আ করুন আমি যেন নগ্ন না হয়ে পড়ি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য দু'আ করলেন সে যেন রোগাক্রান্ত হওয়ার সময় নগ্ন না হয়। ফলে তারপর থেকে তিনি অসুস্থ হলে আর নগ্ন হয়ে যেতেন না। (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৭৭)।মহিলাটি যদি সুস্থতার জন্য মহানবী (ছাঃ)-এর জন্য নিকট দু'আ চাইতেন তাহলে হয়তো সুস্থ হয়ে যেতেন, তবে তার জন্য জান্নাত না জাহান্নাম তা বলা কঠিন ছিল।

তালিবে ইলম জীবনে ধৈর্যধারণ করা

তালিবে ইলম জীবনে ধৈর্যধারণ করা হলো ধৈর্যের বড় ক্ষেত্র। ইলমে দ্বীন অর্জন করতে হলে বুকে থাকতে হবে ধৈর্যের পাহাড়, হতে হবে ইস্পাত লোহার মতো দৃঢ় ও শক্ত। অসীম দুঃখ-বেদনাকে বুকে লালন করেই হতে
হবে অনেক বড়। ছুঁতে হবে ইলমের হিমালয়। পৌঁছতে হবে কাঙ্ক্ষিত মানযিলে। যদি বুকে এমন স্বপ্ন লালন না করা যায়, তাহলে ইলমের ভুবনে কখনোই পৌঁছা যাবে না, ফোটা যাবে না ইলমে নববির ফুটন্ত ফুল হয়ে। খিজির মুসা -কে ইলম শিক্ষা করতে হলে ধৈর্যধারণের বিষয়ে পূর্বে থেকেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا .

"তিনি (খিজির) বললেন, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। তাছাড়া যে বিষয় আপনার আওতাধীন নয়, তা দেখে আপনি কিভাবে ধৈর্যধারণ করবেন?

উত্তরে মুসা বললেন, জ্বী আমি ধৈর্যধারণ করতে পারব। আমি হাজারো কষ্ট বুকে লালন করে আপনার থেকে ইলম শিখব। আমি একটুও অধৈর্য হবো না। আপনি আমাকে ইলম শিক্ষা দিন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. "অতঃপর সে (মুসা) বললো, আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে
ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোনো আদেশ অমান্য
করবো না।

এ প্রকার ধৈর্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে মুফতি হওয়ার পূর্বে ফতোয়া না দেওয়ার উপর ধৈর্যধারণ করা। আর শিক্ষকেরও ধৈর্যধারণ করতে হবে ছাত্রকে সবক ইত্যাদি বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে।

পারিবারিক জীবনে সবরের গুরুত্ব।

একটি পরিবার মানে ছোটখাটো একটি সমাজ বা রাষ্ট্র। কয়েকজন মানুষের একান্ত জীবন একসঙ্গে অতিবাহিত হয় বছরের পর বছর। তাই এখানেও পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখতে প্রয়োজন ছাড় দেওয়ার মানসিকতা, যা ধৈর্যচর্চার মাধ্যমে অর্জিত হয়। দাম্পত্য জীবন নিয়ে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, যেখানে ভালোবাসার সম্পর্ক নড়বড়ে হয় সেখানে ভুল বেশি খোঁজা হয়। ছোট ছোট বিষয়ে বিশাল মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। এজন্য শরিয়ত নির্দেশ দিয়েছে, সবর ও ধৈর্যের। এর ফল মানুষ দুনিয়ায়ও ভোগ করবে, পরকালেও লাভ করবে। সবার কর্তব্য, সাহস ও সহিষ্ণুতা দিয়ে পরিবারকে নিয়ন্ত্রণ করা। এটা কত দোষের কথা, স্বামী তার স্ত্রী সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদে জড়ায়, যে স্ত্রী তার জন্য নিজের জীবনকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত! আর স্ত্রীই বা কীভাবে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে অথচ স্বামীর কারণে তার বিশেষ মর্যাদা অর্জিত হয়। পরস্পরকে সহিষ্ণুতা দিয়ে বরণ করতে পারা থেকেই এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

ভুল বা দোষ সব মানুষেরই থাকে। তাই প্রথমে ভুল বা দোষ চিহ্নিত করে ধৈর্যের সঙ্গে অন্যকে বোঝানো যায়। কিন্তু স্বামী যদি ওঁৎ পেতে থাকে স্ত্রীর ভুলভ্রান্তি কীভাবে ধরা যায় আর স্ত্রী লেগে থাকে, স্বামীকে কীভাবে ঘায়েল করা যায়, তা হলে খুশি হয় শয়তান। কারণ হাদিসে এসেছে, শয়তান খুশি হয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করতে পারলে। অনেক সময় এই ঝগড়া তৃতীয় কোনো কারণে হয়ে থাকে। অনেক সময় হয়তো স্বামী-স্ত্রী নিজেদের কারণে ঝগড়ায় জড়ায় না, তৃতীয় কারও উসকানিতে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ে। এটাও ঘটে ধীরে-সুস্থে ঠান্ডা মাথায় ধৈর্যের সঙ্গে সমস্যার মূল চিহ্নিত করতে না পারায়। পরিবারে স্ত্রীর কর্তব্য, স্বামীর পরিবারের সবাইকে খুশি রাখা আর স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীর বাড়ির সবাইকে খুশি রাখা। যেখানে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই এমন ত্যাগের মানসিকতা রাখে, সেখানে সচরাচর বিবাদ বা অসন্তোষ দেখা দেয় না। কখনও একজন রাগ হলে অন্যজনের উচিত হলো ধর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে তা সামাল দেওয়া, একই সঙ্গে দুজন রাগ করলে পরিস্থিতি বেসামাল হয়ে পড়ে।

যে পরিবারে ধৈর্যের চর্চা থাকবে, সে পরিবারে শান্তি ও সুখের দেখা মিলবে। কারণ ধৈর্যধারণকারীদের সঙ্গে আল্লাহ থাকেন। পবিত্র কোরআনে এসেছে, ‘হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।’ (সুরা বাকারা : ১৫৩)। ধৈর্যশীলদের জন্য রয়েছে সফলতার সুসংবাদ। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব। তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের, যারা তাদের ওপর বিপদ আপতিত হলে বলে, (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) ‘আমরা তো আল্লাহর এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।’ (সুরা বাকারা : ১৫৫-১৫৭)

সবরের উদাহরণ

পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে আদম হওয়া থেকে শুরু করে প্রত্যেক নবী রাসুল সহ সকল মানুষকে আল্লাহতায়ালা সবরের পরীক্ষা করে আসতেছেন।
নিচে তাদের কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো ।
আল্লাহতায়ালা আইয়ুব (আ.)-এর পরীক্ষা নিয়েছেন। তার শরীরে ঘাঁ হয়েছে। সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে। সন্তানদের মৃত্যু হয়েছে। হৃৎপিণ্ড আর জিহ্বা ছাড়া শরীরের কোনো অঙ্গ আক্রান্ত হতে বাকি ছিল না। তিনি ধৈর্য ধরেছেন। আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা রেখেছেন। আল্লাহর স্মরণ থেকে কখনো উদাসীন হননি। এভাবে অসুস্থতায় কেটে গেছে ১৮টি বছর। সঙ্গীরা বিরক্ত হয়েছে। আপনজন সঙ্গ ত্যাগ করেছে। একজন স্ত্রী ছাড়া তার পরিচর্যার মতো কেউ ছিল না। তিনি তার যত্ন নিয়েছেন। পুরোনো দয়ার হক আদায় করেছেন। স্ত্রীও ছিলেন ধৈর্যশীলা, রবের কাছে প্রতিদান প্রত্যাশিনী। আইয়ুব (আ.)-এর সম্পদ, সন্তান ও ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও তিনি তাকে ছেড়ে যাননি।

আল্লাহর নবী আইয়ুব (আ.)-এর এ বিপদ সব সচেতন ধৈর্যশীল ও উপদেশ গ্রহণকারী বান্দার জন্য অনুপম সান্ত¡না। লাঞ্ছিত করা ছাড়াই কখনো আল্লাহতায়ালা নেককার বান্দার পরীক্ষা নেন। কিন্তু এ পরীক্ষায় প্রতিদানের আশায় বান্দা ধৈর্যধারণ করে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে নিজের স্থান করে নেয়।
মুসআব ইবনে সাদ তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আল্লাহর রাসুল! কোনো ধরনের মানুষ সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষর সম্মুখীন হয়?' রাসুল (সা.) বললেন, 'আল্লাহর নবীরা, এরপর নেককার বান্দারা, এভাবে পর্যায়ক্রমে ব্যক্তির দ্বীনদারির স্তর অনুযায়ী সে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। কেউ দ্বীন পালনে অধিক নিষ্ঠাবান হলে, তার ওপর পরীক্ষাও বেশি আসে। আর কারও দ্বীনদারিত্বের শৈথিল্য থাকলে, তার পরীক্ষাও শিথিল হয়। বান্দার ওপর যত বিপদ আসতে থাকে (তার পাপ মোচন হতে থাকে), একপর্যায়ে একেবারে পাপমুক্ত অবস্থায় সে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে।' (মুসনাদে আহমদ)। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'আমার বান্দা আইয়ুবের কথা স্মরণ করো, যখন সে তার রবকে আহ্বান করে বলেছিল, (হে আমার রব!) শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে। আমি তাকে বললাম,

তুমি ভূমিতে পদাঘাত করো। এ তো গোসলের সুশীতল পানি ও সুপেয় পানীয়। আমি তাকে তার পরিবার-পরিজন ফিরিয়ে দিলাম। দিলাম তাদের সমপরিমাণ আরো। এটি ছিল আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশ।' (সুরা সোয়াদ : ৪১-৪৪)।

ইউসুফ (আ.)-এর ধৈর্য অনেক উঁচু স্তরের ছিল। কারণ, সেখানে পাপ ঠেকিয়ে রাখা কঠিন ছিল। একেবারে হাতের নাগালে পাপে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ ছিল। আজিজে মিসরের স্ত্রী ষড়যন্ত্র করেছিল। দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সব সুযোগ প্রস্তুত ছিল। পাপের দিকে ডাকা হচ্ছিল। পার্থিব শাস্তিরও কোনো ভয় ছিল না। ইউসুফ (আ.)-এর সামনে এক কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত হলো। ইউসুফ (আ.) গোনাহে পতিত হওয়া থেকে ধৈর্যধারণ করেছেন। আল্লাহর সাহায্যের আশ্রয় নিয়েছেন। আল্লাহভীতির কারণে গোনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে থেকেছেন। আল্লাহতায়ালা সেই ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, '(ইউসুফ বলল,) আমি আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি। তিনি আমার রব। আমাকে উত্তম ঠিকানা দান করেছেন। তিনি জালেমদের সফল করেন না। নারীটি তার ওপর আসক্ত হয়ে পড়েছিল। আল্লাহর নিদর্শন সামনে না এলে সেও আসক্ত হয়ে পড়ত। এভাবেই তাকে আমি অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে দূরে রেখেছি। নিশ্চয়ই সে আমার নিষ্ঠাবান বান্দাদের একজন।' (সুরা ইউসুফ : ২৩-২৪)।

হজরত মুসা (আ.) নদীপাড়ে এসে নদী পারাপারের উপায় না দেখে সমূহ বিপদ দর্শনে উম্মতকে সান্ত্বনা দিয়ে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন, 'কালা কাল্লা! ইন্না মায়িয়া রব্বি ছাইয়াহদিন।' অর্থ: (মুসা আলাইহিস সালাম) বলল, 'কখনোই নয়! (আমরা ধরা পড়ব না, পরাজিতও হব না, কারণ) আমার সঙ্গে আছেন আমার প্রতিপালক; সত্বর তিনি আমাকে পথনির্দেশ করবেন।' (সুরা শোআরা, আয়াত: ৬২)।

ওয়াজিব সবরের উদাহরণ

ফজরের সালাতে যেতে যে কষ্ট হয়ে থাকে, তার উপর ধৈর্যধারণ করা ওয়াজিব। যিনা থেকে নিজেকে বিরত ও সংযত রাখাও ওয়াজিব। কোনো মুসিবতে পতিত হলে চিৎকার-চেঁচামেচি কামড়া-কামড়ি ইত্যাদি না করাও ওয়াজিব।

মুস্তাহাব সবরের উদাহরণ

রাতের সালাত আদায় করতে যে কষ্ট হয়ে থাকে তাতে ধৈর্যধারণ করা মুস্তাহাব। দাঁড়িয়ে পানি পান করা হলো মাকরুহ। সুতরাং দাঁড়িয়ে পানি পান না করে বসে পান করার ক্ষেত্রে যে কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় তাতে ধৈর্যধারণ করাও মুস্তাহাব।

মাকরুহ সবরের উদাহরণ

মুস্তাহাব কাজ ছেড়ে দেওয়ার উপর ধৈর্যধারণ করা মাকরুহ। আর মাকরুহ কাজ থেকে বিরত না থেকে সেগুলোকে অনবরত করে যাওয়াও মাকরুহ।

হারাম সবরের উদাহরণ

কারো স্ত্রী খারাপ কাজ করতে যাচ্ছে আর স্বামী উক্ত স্ত্রীকে বাঁধা দিতে সক্ষম, তখন তাকে বাঁধা প্রদান না করে ধৈর্যধারণ করা হলো হারাম।

মুবাহ সবরের উদাহরণ

মুবাহ কাজের উপর ধৈর্যধারণ করাও মুবাহ।

প্রতিশোধ না সবর ইসলাম কি বলে

সবর আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের মধ্যে অন্যতম। দুনিয়াতেই যে নেয়ামত লাভ হয়। সবর বা ধৈর্যধারণকারীদের জন্য আল্লাহ তাআলা অসংখ্য নেয়ামতের ঘোষণা করেছেন।

আবার কারো অন্যায়ের বিচার তথা প্রতিশোধ নেয়ার বিধান দিয়েছে ইসলাম। কেউ কারো প্রতি কোনো অন্যায় করলে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করা বৈধ। তবে প্রতিশোধ নেয়ার মানদণ্ড নির্ধারণ করা আছে।

কেউ যদি প্রতিশোধ গ্রহণ না করে সবর অবলম্বন করে তবে তা উত্তম। আল্লাহ তাআলা বলেন-'আর যদি কাউকে তোমরা শাস্তি দাও, তবে ততখনি শাস্তি দেবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। আর যদি সবর করো তাহলে তা তার জন্যেই উত্তম।'
(সুরা নাহল: আয়াত ১২৬)
এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা প্রতিশোধের কথা যেমন বলেছেন, তেমনি সবর তথা ধৈর্যধারণ করার কথাও উল্লেখ করেছেন। ইসলামে উভয়টি জায়েয এবং সবর অবলম্বন প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে উত্তম।
প্রথমত প্রতিশোধ গ্রহণ: আল্লাহর পথে দাওয়াত
দানকারীদেরকে আইনগত অধিকার দেয়া হয়েছে যে, যারা নির্যাতন চালায়, তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা বৈধ, কিন্তু শর্ত হলো- প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্যাতনের সীমা অতিক্রম করা যাবে না।

যতটুকু জুলুম প্রতিপক্ষের তরফ থেকে করা হয়, প্রতিশোধ ততটুকুই গ্রহণ করতে হবে; বেশি হতে পারবে না। হাদিসে এসেছে-

হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত, 'এক ইয়াহুদি এক মেয়েকে দুই পাথরের মাঝে রেখে হত্যা করে, মৃত্যুর আগে সে মেয়ে এক ইয়াহুদির প্রতি ইঙ্গিত করে। সেই ইয়াহুদিকে নিয়ে আসা হলে সে তা (হত্যার কথা) স্বীকার করে। ফলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে ইয়াহুদিকে দুই পাথরের মাঝখানে বেঁধে হত্যা করার আদেশ করেন।' (বুখারি, মুসলিম)

দ্বিতীয়ত সবরের পরামর্শ: আয়াতের শেষাংশে পরামর্শ দেয়া হয়েছে যে, যদিও প্রতিশোধ গ্রহণ করার অধিকার আছে, কিন্তু সবর অবলম্বন করা উত্তম। ওহুদের যুদ্ধে সত্তর জন সাহাবির শাহাদতবরণ এবং হজরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যার পর তার লাশের নাক-কান কর্তনের ঘটনা দেখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দারুণভাবে মর্মাহত হলেন।

সাহাবায়ে কেরাম (আনসারগণ) বললেন, 'আমরা যদি তাদের ওপর জয়লাভ করি, তবে তাদেরকে দেখিয়ে দেব। তারপর মক্কা বিজয়ের দিন আসল।
তখন আল্লাহ আয়াত নাজিল করলেন-
'যদি শাস্তি দিতে চাও তবে ততটুকুই দেবে, যতটুকু তোমরা শাস্তি ভোগ করেছ। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, তবে তা ধৈর্যশীলদের জন্য অনেক উত্তম (কল্যাণকর)।'
তখন এক লোক বলল, 'আজকের পরে কুরাইশদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, '৪ জন ব্যতিত আর সবাইকে ছেড়ে দাও।' (মুসতাদরেকে হাকেম, তিরমিজি, নাসাঈ)
ইসলামে প্রতিশোধ গ্রহণ জায়েয তবে সবরে রয়েছে সর্বোত্তম কল্যাণ। তবে প্রতিশোধের ক্ষেত্রে অবশ্যই জুলুমের মাত্রাকে ছাড়িয়ে যাওয়া যাবে না। এটাই ইসলামের চূড়ান্ত ঘোষণা।

এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবর করেছিলেন। সম্ভবত এ কারণেই কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতগুলো মক্কা বিজয়ের সময় নাজিল হয়েছিল।

সুতরাং মুসলিম উম্মাহর উচিত জুলুমের সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ বা শাস্তি প্রদানের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা জরুরি। কোনোভাবেই যেন প্রতিশোধ জুলুমের মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়। আর মাজলুম ব্যক্তির জন্য প্রতিশোধ গ্রহণের চেয়ে সবরে রয়েছে সর্বোত্তম কল্যাণ।

মানুষের আখিরাত মুখী হওয়ার উপায় সবর

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমের ধৈর্যশীলদের অফুরন্ত প্রতিদান দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, 'নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদেরকে অপরিমিত পুরস্কার পুরোপুরিভাবেই দেয়া হবে।' বিপদ-আপদে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করাই সবর বা ধৈর্যধারণের শেষ কথা নয়; বরং ইসলামের বিধান পালনে ধৈর্য ধারণ করা অনেক জরুরি। অর্থাৎ সবর সফলতা লাভের মূলমন্ত্র হওয়ার বাস্তব ও যুক্তিসঙ্গত কারণ হলো- ইসলাম যে রুকনগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেগুলো পালন করার জন্য সবরের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। মানুষ ঈমান গ্রহণ থেকে শুরু করে সমাজে নামাজ প্রতিষ্ঠা; জাকাত আদায়ের ব্যবস্থা; মাসব্যাপী উপবাস করে রোজা পালন; অর্থ ও কষ্ট সহ্য করে হাজ্জ পালন করা মহা ধৈর্যের ব্যাপার। দুনিয়ায় ধর্মীয় রীতি-নীতি না মেনে জীবন-যাপন যেমন আনন্দদায়ক; ঠিক ধর্মীয় নীতি-রীতি মেনে জীবন পরিচালনা করা অনেক কষ্টকর। তাই ইসলামের বিধান পালনে ধৈর্যধারণ করা আবশ্যক। এ কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবর বা ধৈর্যধারণকে ঈমানের পরিচায়ক বলে উল্লেখ করেছেন। সবরের গুরুত্ব তুলে ধরে বিশ্বনবি বলেন, 'ধৈর্যের বিনিময় হলো জান্নাত। 'আল্লাহ তাআলাও ধৈর্যধারণকারীদের শ্রেষ্ঠ পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন।'যারা ধৈর্যধারণ করে আমি নিশ্চয়ই তাদেরকে তারা যে কাজ করে তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।সত্যিকারার্থে মানব জীবনে সফলতা লাভের অন্যতম মাধ্যম হলো সবর বা ধৈর্যধারণ করে দৈনন্দিন জীবনের সব কাজ ইসলামের নিয়মানুযায়ী যথাযথ পালন করা। সবর বা ধৈর্য ছাড়া যেমন ঈমানের পরিপূর্ণতা আসে না।'পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়; মরন একদিন মুছে দিবে সকল রঙিন পরিচয়' তাই এ পৃথিবীর সবাই আখিরাতের মুসাফির। পর্যায়ক্রমে সবাইকেই আখিরাতে ফিরে যেতে হেবে। দুনিয়ার জীবনের কর্মকাণ্ডই হবে আখিরাতের জীবনের সুখ-শান্তির মানদণ্ড। তাই দুনিয়াতে থাকতেই শাস্তি বা মুক্তির যে কোনো একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দুনিয়াতে উত্তম আমল করতে না পারলে আখিরাতে ময়দানে মাহশারে ভোগান্তি, অশান্তি, দুঃখ-কষ্টের সীমা থাকবে না। মানুষের আখিরাতমুখী হওয়ার উপায়ে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে মানব সম্প্রদায়! সুখ বিনাশকারী মৃত্যুকে বেশি বেশি করে স্মরণ করো । তাই আমাদেরকে নামাজ, রোজা, হজ্ব ও জাকাতের বিধান সবরের সাথেই পালন করে যেতে হবে।

সবরের পুরষ্কার

আল্লাহ তাআলা বান্দাকে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-ব্যথা, আরাম-ব্যারাম, রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি দিয়ে পরীক্ষা করে থাকেন। অসুখ-বিসুখ তথা বিপদাপদের সময় যদি কোনো বান্দা ধৈর্য ধারণ করে তবে আল্লাহ তাআলা ঐ বান্দাকে দ্বিগুণ ছাওয়াব দান করেন।
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রবেশ করলাম, তখন তিনি অসুস্থ। আমি তাঁর শরীরে হাত দিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনার শরীরে অত্যন্ত জ্বর। তিনি বললেন: হ্যাঁ, তোমাদের দু'জনের সমান জ্বরে পতিত হয়েছি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম- তাহলে এতে আপনার দ্বিগুণ ছাওয়াব অর্থাৎ প্রতিদান। তিনি বললেন: হ্যাঁ। (বুখারি ও মুসলিম)
সুতরাং বিপদাপদ তথা অসুখ-বিসুখে ধৈর্য ধারণ করা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত।

মহান আল্লাহ ধৈর্যশীলদের জান্নাত উপহার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, ‘যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ করে, নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদের যে রিজিক প্রদান করেছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং ভালো কাজের মাধ্যমে মন্দকে দূর করে, তাদের জন্যই আছে আখিরাতের শুভ পরিণাম। স্থায়ী জান্নাত—যাতে তারা এবং তাদের পিতৃপুরুষরা, তাদের স্ত্রীরা ও তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা সত্ ছিল তারা প্রবেশ করবে। আর ফেরেশতারা প্রতিটি দরজা দিয়ে তাদের কাছে প্রবেশ করবে। (আর বলবে) শান্তি তোমাদের ওপর। কারণ তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ, আর আখিরাতের এ পরিণাম কতই না উত্তম।’

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ.

(সুরা রাদ, আয়াত : ২২-২৪)

তারাই আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় তাঁর আনুগত্য এবং তাঁর সুখ-দুঃখের ফায়সালার উপর ধৈর্য ধারণ করে ও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ থেকে সংযত থাকে। তেমনিভাবে তারাই পরিপূর্ণরূপে সালাত আদায় করে এবং আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে বাধ্যতামূলক দান-সাদকা প্রদান করে। অনুরূপভাবে তারা নফল দানগুলো কাউকে দেখানো থেকে দূরে থাকার জন্য গোপনভাবে এবং অন্যদের অনুসরণের আশায় প্রকাশ্যভাবে ব্যয় করে থাকে। উপরন্তু অনাচারীদের অনাচার দয়ার মাধ্যমে প্রতিরোধ করে। এ গুণাবলীর অধিকারীদের জন্য কিয়ামতের দিন প্রশংসনীয় পরিণাম রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ধৈর্য ধারণকারীদেরকে বিভিন্ন প্রতিদানের কথা শুনিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন,

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী। যারা সবর করে আমি তাদের উৎকৃষ্ট কাজ অনুযায়ী অবশ্যই তাদেরকে প্রতিদান দেব। সূরা নাহল (১৬) : ৯৬

তিনি আরো বলেন,

وَ الَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً وَّ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَي الدَّارِ، جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآىِٕهِمْ وَ اَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ، سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَي الدَّارِ.

এবং তারা সেইসকল লোক, যারা নিজ প্রতিপালকের সন্তুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্যে সবর অবলম্বন করেছে, নামায কায়েম করেছে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা

থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং তারা দুর্ব্যবহারকে প্রতিরোধ করে সদ্ব্যবহার দ্বারা। প্রকৃত নিবাসে উৎকৃষ্ট পরিণাম তাদেরই জন্য। (অর্থাৎ) স্থায়ীভাবে অবস্থানের সেই উদ্যানসমূহ, যার ভেতর তারা নিজেরাও প্রবেশ করবে এবং তাদের বাপ-দাদাগণ, স্ত্রীগণ ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেককার হবে তারাও। আর (তাদের অভ্যর্থনার জন্য) ফেরেশতাগণ তাদের নিকট প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। (আর বলতে থাকবে তোমরা (দুনিয়ায়) যে সবর অবলম্বন করেছিলে তার বদৌলতে এখন তোমাদের প্রতি কেবল শান্তিই বর্ষিত হবে এবং (তোমাদের) প্রকৃত নিবাসে এটা কতইনা উৎকৃষ্ট পরিণাম। সূরা রা‘দ (১৩) : ২২-২৫

আরো ইরশাদ হয়েছে,

أُولَٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْن.َ

এরূপ ব্যক্তিদেরকে তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে দ্বিগুণ। কেননা তারা সবর অবলম্বন করেছে, তারা মন্দকে প্রতিহত করে ভালোর দ্বারা এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে। সূরা কাসাস (২৮) : ৫৪

তিনি আরো বলেন,

وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا وَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْن.َ

আর আমি তাদের মধ্যে কিছু লোককে যখন তারা সবর অবলম্বন করল এমন নেতা বানিয়ে দিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত এবং তারা আমার আয়াতসমূহে গভীর বিশ্বাস রাখত। সূরা সাজদা (৩২)

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামে সবর ও ধৈর্যের বিষয়টি কত তাৎপর্যপূর্ণ ও কত অর্থবহ। ইহকালের শান্তি ও রহমত থেকে শুরু করে পরকালের শান্তি ও সুখের নিশ্চয়তা দান করে এই সবর ও ধৈর্য।

অর্থাৎ সবর ও ধৈর্য জীবনকে আলোকিত করে। জীবনের সকল অঙ্গনকে করে দেয় দ্যুতিময়। তাই জীবনকে রাঙাতে, জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে আলোর ছোঁয়া পেতে আমাদেরকে অবশ্যই সবর অবলম্বন করতে হবে।

তাই দুনিয়াতে কোনো কিছু না পেলে বা কোনো বিপদে পড়লে ধৈর্যহারা না হয়ে মহান আল্লাহর সাহায্য চাওয়া উচিত। কারণ আমরা জানি না, কোনটা আমাদের জন্য ভালো, আর কোনটা খারাপ। কোনটা কল্যাণকর আর কোনটা অকল্যাণের। আল্লাহ

আমাদের জন্য যখন যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাই আমাদের জন্য কল্যাণকর। এতে আমাদের সাময়িক কষ্ট অনুভূত হলেও এর বিনিময়ে আমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর মাগফিরাত ও মহা প্রতিদান।

ধৈর্যশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট হবে না

দয়াময় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের আমলকে বিনষ্ট করবেন না, বরং আরো দ্বিগুণ করে দিবেন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.َ

"নিশ্চয়ই যে তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সবর করে আল্লাহ তাদের প্রতিদান বিনষ্ট করে দিবেন না।

যদিও সব আমলের নির্দিষ্ট একটা পরিমাণ প্রতিদান আছে, কিন্তু ধৈর্যশীলদের প্রতিদান হবে সীমাহীন। আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ.َ

"আর যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছিলো, তারা বললো-ধিক্কার তোমাদের জন্য। যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল। তাদের জন্য আল্লাহ-র দেয়া সওয়াব-ই উৎকৃষ্ট। এটা কেবল ধৈর্যধারণকারীরাই পায়।

সবর বা ধৈর্যশীলদের জন্য প্রশংসার বাড়ি

যখন কোনো ব্যক্তির সন্তান হারিয়ে সে বিরহ-বেদনা সহ্য করে ধৈর্যধারণ করবে, আল্লাহ প্রতিদান হিসেবে তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করে দিবেন, যার নাম হলো "বায়তুল হামদ" বা প্রশংসার বাড়ি। প্রিয়জনকে হারিয়ে যদি আমরা অশুভ কোনো আচরণ না করে ধৈর্যধারণ করি, তাহলে আল্লাহ-র নির্দেশে জান্নাতের সেই সুখময় উদ্যানে আমাদের জন্য বাড়ি নির্মাণ করা হবে।

আবু মুসা আশআরি বলেন, রাসুল বলেন-

إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي، فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله: ابنوا

لعبدي بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد.

"যখন কারো সন্তান মৃত্যুবরণ করে, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বলেন- তোমরা আমার এক বান্দার সন্তানকে নিয়ে এসেছো? তখন তারা উত্তরে বলে- 'জ্বী।' আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করেন-'তোমরা কি তার অন্তরের প্রশান্তি নিয়ে এসেছো?' ফেরেশতারাও উত্তরে বলে 'জ্বী।' তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন-'আমার বান্দা কি বললো?' তারা বলে-'সে বান্দা আপনার প্রশংসা করেছে এবং (ইন্নালিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজিউন) দুআ পাঠ করেছে। তখন আল্লাহ বলেন-'যাও, তোমরা আমার সে বান্দার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করো এবং সেই বাড়ির নাম রেখে দাও ‘‘বায়তুল হামদ'।”

সবর বা ধৈর্য নিয়ে জ্ঞানীদের বাণী

বলা হয় আনুশের ওয়ান বলেছেনঃ "এ দুনিয়াতে দুর্দশা দু' ধরনের। প্রথম প্রকারের প্রতিকার আছে; দুশ্চিন্তা হলো এর ঔষুধ। আর দ্বিতীয় প্রকারের কোন প্রতিকার নেই; ধৈর্যই এর আরোগ্যকর চিকিৎসা।
বলা হয় যে, "যে ধৈর্য ধরে সে সফল হয়।"
বলা হয়েছে যে, "মৃত্যু তালাশ করে বাঁচতে চেষ্টা কর। কেননা, মৃত্যু তালাশ করার কারণে কত লোকই না বেঁচে আছে। আর বেঁচে থাকতে চাওয়ার কারণে কত লোকই না ধ্বংস হয়ে গেছে। অধিকাংশ সময়ই অনিশ্চিত পথে চলার পরই নিরাপত্তা আসে।"

আরবরা বলত, "নিশ্চয়ই মন্দ কাজেরও ভালো-মন্দ স্তর আছে", আবু উবাইদাহ একথার ব্যাখ্যা করেন এভাবে, "আপনি যদি কোন সংকটে পড়ে থাকেন তবে জেনে রাখুন যে আপনি এর চেয়ে আরো অনেক বেশি মন্দ বা খারাপ অবস্থার শিকার হতে পারতেন। আপনার যদি এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি থাকে তবে আপনি আরো ভালোভাবে সংকটের মোকাবিলা করতে পারবেন।"

মাঝে মাঝে যখন সকল আশা ভরসা শেষ হয়ে যায় এবং সব কিছু অন্ধকার মনে হয়, তখন আল্লাহ সফলতা ও শান্তি এনে দেন। আল্লাহর নিকট আশা করতে আমাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য তার প্রতি পুরোপুরি নির্ভর ও বিশ্বাস করার জন্য এবং কখনও তার সাহায্যের আশা ত্যাগ না করার জন্যই এমনটি হয় (আল্লাহ করেন)। বিপদগ্রস্ত অবস্থায়ও প্রত্যেকের এ কথা জেনে সন্তুষ্ট থাকা উচিত যে, সে ছোট খাট বিপদাক্রান্ত হয়েছে এবং বড় ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে। ইছহাক (নামে এক আবেদ লোক) বলেছেন, "আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে বিপদগ্রস্ত করে পরে তাকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করেন, তখন সম্ভবত তিনি তাকে (সে বিপদ দ্বারা) পরীক্ষা করেন। এভাবে বিপদাপদ (ছদ্মবেশে) এক মহাকল্যাণ।"

বলা হয়েছে যে, যে কষ্ট সহ্য করে এবং ধৈর্যশীল হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। তাহলে সে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার কোন গোপন কল্যাণ হবে।

কোন কোন খ্রিস্টান বর্ণনা করেছে যে, তাদের কোন নবী বলেছেন, "কষ্ট হলো আল্লাহ পক্ষ থেকে শিক্ষাদান আর শিক্ষাদান সব সময়ের জন্য নয়। অতএব, যখন কাউকে শিক্ষাদান করা হয় ও সে ধৈর্য ধরে তার জন্য শুভ সংবাদ রয়েছে। এমন লোককে এমন মুকুট পরানো হবে যা হবে উত্তরণ ও বিজয়ের প্রতীক। এমন বিজয়, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন যারা তাকে ভালবাসে ও তার আনুগত্য করে।"

(আবেদ) ইছহাক আরো বলেছেন– "যদি তুমি কোন সংকটের ধারালো থাবায় ধরা পড় তবে অভিযোগ করা থেকে সাবধান থেকো। কেননা নিরাপত্তার উপায় হলো কঠিন পথে চলা।

একলোক জটিল-কঠিন অবস্থা থেকে মুক্তির কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তিনি (অবশেষে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার পর) আল্লাহর এক বান্দার প্রতি (তার নিজের প্রতি অর্থাৎ এক বান্দা বর্ণনাকারী নিজেই) তার (আল্লাহর) সর্বাপেক্ষা মর্মভেদী উদারতা, বদান্যতা ও পথ-নির্দেশ প্রদর্শনের বর্ণনা দেন। সাহায্যের জন্য তিনি যাদের কাছে গিয়েছিলেন তাদের সকলের নিকট তার সব আশা হারানোর পর তিনি ভাবতে বাধ্য হলেন যে, একটি দরজা খোলা আছে এবং একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া তার অন্য কারো কাছে আশা করা উচিত নয়। তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, প্রথমত আল্লাহর নিকট আশা না করার কারণে তাকে সংশোধন করার জন্য শাস্তি দেয়া হচ্ছে এবং তখনই (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সাহায্য ও শান্তি আসল।

আল আসমায়ী বর্ণনা করেন যে, এক মরুবাসী আরব বলেছেন, "যখন আপনি নিজেকে ভালো অবস্থায় পান তখন আপনি ক্ষতির আশংকা করুন। যখন আপনি মন্দ অবস্থায় থাকেন তখন ভালোর আশা করুন। যারা মৃত্যুকে আকাঙ্ক্ষা করেছে এমন অনেকেই বেঁচে গেছেন আর যারা বাঁচতে চেয়েছে এমন অনেকেই মরে গেছে। ভয়ঙ্কর পথে চলার পরই অধিকাংশ সময় নিরাপত্তা আসে।"

কোন একজন জ্ঞানী লোক বলতেনঃ "জ্ঞানী ব্যক্তি সংকটে পড়লে নিজেকে দু'ভাবে সান্তনা দেন। প্রথমটি হলো- পরিতৃপ্ত হওয়া। দ্বিতীয়টি হলো- তার উপর যে মুসিবত এসেছে তা থেকে নিষ্কৃতির উপায়ের আশায় থাকা। মূর্খ লোক সংকটের সময় দু'ভাবে

বিচলিত ও ভীত হয়। প্রথমটি হলো- যে সব লোকের কাছে সে সাহায্য চায় তাদের সংখ্যা। দ্বিতীয়টি হলো- তার উপর যে মুসিবত এসেছে তার চেয়ে আরো মন্দ অবস্থা সম্বন্ধে তার সদা ভয় ও আশংকা।"

এবং আমি পূর্বে যেমনটি উল্লেখ করেছি, বর্ণিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহ কঠিন সমস্যার মাধ্যমে আমাদেরকে শিক্ষা দেন। এমন শিক্ষা যা অন্তর, কর্ণ ও চক্ষুকে উন্মুক্ত করে। আল হাছান ইবনে সাহল বিপদাপদকে ভুলো মন লোকদের জন্য জাগরণী আহ্বান, ধৈর্যশীল লোকদের জন্য পুরস্কার লাভের উপায় এবং প্রত্যেকের জন্য কল্যাণের স্মারক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এবং আল্লাহর বিধান সর্বদাই উত্তম, বিশেষ করে তাদের জন্য, যারা তাদের বীরত্বের মাধ্যমে মৃত্যু তালাশ করছে।

তোমরা যদি কষ্ট ভোগ করতে থাক তবে তারাও তো তোমাদের মতো কষ্ট ভোগ করছে, অথচ তারা যা আশা করতে পারে না তোমরা আল্লাহর কাছ থেকে তা (জান্নাত) আশা করতে পার।" (৪-সূরা আন নিসাঃ আয়াত-১৬৪)

ঈমানদারদের জান্নাত প্রাপ্তির কারণ এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সত্যিকারের ঈমানদার যখন দুর্দশাগ্রস্ত হয়, তখন তাদের উচ্চ পর্যায়ের ধৈর্য থাকে। সত্যিকার ঈমানদারের মাঝে যে সব গুণ পাওয়া যায় তা হলো ধৈর্য, অধ্যবসায়, অটলতা, সৌম্যতা এবং আল্লাহর বান্দা হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালনের খাঁটি ইচ্ছা।

ইতি কথা

মহান আল্লাহ আমাদেরকে এ মাটির বসুন্ধরায় অসংখ্য অফুরান নেয়ামত দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে সকল নেয়ামত দিয়েছেন তার মাঝে অন্যতম একটি নেয়ামত ‘সবর’। সবর দ্বীনের মর্যাদা সমূহ থেকে একটি সুস্পষ্ট মর্যাদা, আল্লাহ তাআলার হিদায়াত প্রাপ্ত বান্দাগণের ঘর সমূহ থেকে একটি ঘর এবং সৌভাগ্যবান ও দৃঢ় ইচ্ছার অধিকারীগণের উত্তম স্বভাব সমূহ থেকে একটি উত্তম স্বভাব। সবর একজন খাঁটি মুমিনের প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য সমূহ থেকে অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। একজন মুমিন-মুসলিম সবরের মাধ্যমে তার জীবনের নেক আমলের প্রতিদানকে বহুগুণ পরিমাণ বৃদ্ধি করে নিতে পারেন। কুরআনুল কারীমের অনেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা সবরের আলোচনা করেছেন এবং সবরকারীদের সীমাহীন প্রতিদান প্রদান করার মহা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বহু হাদীসের মাঝে সবরের নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং সবরকারীদের দুনিয়া এবং আখিরাতে উত্তম প্রতিদানের সুসংবাদ দিয়েছেন। সবর বা ধৈর্য সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে অনেক আয়াত নাজিল করেছেন। প্রিয়নবির হাদিসে পাকে রয়েছে অসংখ্য উপদেশ। সবর থেকে বিরত ব্যক্তিরাও ক্ষতিগ্রস্ত বলে সতর্ক করা হয়েছে। সবর বা ধৈর্যকে আল্লাহ তআলা ইবাদতের সুস্বাদু ফল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তাইতো সবরকারী ব্যক্তিকে সফলকাম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ধৈর্যধারণ করার শিক্ষা দিয়েছেন যখন আমরা কষ্টে নিপতিত হই। আবি সালাবা খুশানী বলেন, রাসুল বলেন- "তোমাদের সামনে সবরের দিন আসবে। সেই দিনগুলোতে ধৈর্যধারণ করা হলো জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডের উপর পা রাখার মতো। সে সব ফিতনায় ধৈর্যধারণকারীর আমল তোমাদের পঞ্চাশজন ব্যক্তির আমলের সমান হবে। (যে ব্যক্তি ঐসব ফিতনায় ধৈর্যধারণ করবে, সে ফিতনাহীন ব্যক্তির দশগুণ সওয়াব পাবে)
রাসুল উপরোক্ত হাদিসে বলেছেন, তোমাদের মাঝে এমন দিন আসবে সেদিন কেবল ধৈর্যধারণকারীরা আল্লাহ-র কাছে প্রিয় হবে। আর যে ঐ দিনগুলিতে ধৈর্যধারণ

করবে, তার নাম হবে "ধৈর্যধারণকারী"। সুতরাং তোমার জীবন নদীতে কষ্ট আসলে ধৈর্যধারণ করবে।

প্রবাদ আছে, 'যে চেষ্টা করে সে পায়।' এ পাওয়া দুনিয়াবি হতে পারে আবার দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানের জন্য কার্যকরী হতে পারে। তা কার্যকর হবে সবর করার মাধ্যমে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানুষ যা চায় বা কামনা করে আল্লাহ তাআলা তাঁকে তা দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে উত্তম চাওয়া এবং পাওয়া হলো সবর । এ সম্পর্কিত হাদিসটি তুলে ধরা হলো-হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আনসারদের কতিপয় ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সাহায্য চাইলো। তিনি তাদেরকে সাহায্য দিলেন।তাঁরা আবার সাহায্য চাইলো। তিনি (আল্লাহর রাসুল) আবারও দান করলেন। এমনকি তাঁর নিকট যা কিছু ছিল, তা সবই নিঃশেষ হয়ে গেলো। এভাবে হাতের সবকিছু দান করার তিনি লোকদেরকে বললেন, আমার কাছে যে ধন-মাল আসে তা আমি তোমাদেরকে না দিয়ে সঞ্চয় করে রাখি না।জেনে রেখো!যে ব্যক্তি পবিত্র হতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্রই রাখেন।যে ব্যক্তি কারো মুখাপেক্ষী হতে চায় না, আল্লাহ তাকে সাবলম্বী করে তোলেন।যে ব্যক্তি সবর অবলম্বন করতে চায়, আল্লাহ তাকে ধৈর্যশীলতা দান করেন।সবরের চাইতে উত্তম ও প্রশস্ত আর কোনো জিনিস কাউকে দেয়া হয়নি। (বুখারি ও মুসলিম)
আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর অনেক পরীক্ষা নিবেন। যারা ধৈর্যশীল, শুধুমাত্র তারাই আল্লাহর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সবরকারী হওয়ার তাওফিক দান করুন।

তথ্য সূত্র:-

০১.ইবনে কাসির

০২.আলমুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন

০৩.আনোয়ারুল কুরআন

০৪.সবর -ইবনুল কায়্যিম আল যাওজিয়া

০৫.ধৈর্য হারাবেন না-শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ

০৬.https://www.jagonews24.com/religion/news/457861

০৭. তাওযীহুল কুরআন

০৮.https://dmpnews.org/%E0%A6%A7%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B2%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%B0/

০৯https://www.alkawsar.com/bn/article/3470/

১০.https://www.hadithbd.com/books/link/?id=7738

১১.সূত্র :মক্কার মসজিদে হারামে প্রদত্ত জুমার খুতবার সংক্ষেপিত অনুবাদ করেছেন- মুইনুল ইসলাম